হবার কোন উপায় থাকে না।

তৃতীয়ত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সহযোগিতা অপেক্ষা প্রতিযোগিতা বেশি গুরুত্ব পায় বলে **ধনীর ধন এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়,** যার অনিবার্য পরিণতি হল বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতি।

(খ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy) :

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্বের কয়েকটি দেশে যেমন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়, তেমনি আবার কয়েকটি দেশে, বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনদেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের (Socialist Democracy) সূত্রপাত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুখ্যত কার্ল মার্ক্সের এবং লেনিনের মতবাদের ওপর নির্ভরশীল। **এই ব্যবস্থার মূলে হল মার্ক্সের তত্ত্ব এবং লেনিনের সেই তত্ত্বের প্রয়োগ।**

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলিকে অপসারিত করে এক সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের শাসন-ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে সর্বহারা প্রোলেতেরিয়েত সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কার্ল মার্ক্স এবং তার সহযোগী অন্তরঙ্গ বন্ধু এঙ্গেলস্ যে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেন তা সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী শাসিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয়, তা হল এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন **সাম্যবাদ-সম্মত** (communism) অবস্থা। **পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এবং মার্ক্সের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে লেনিন যে রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা পত্তন করেন তা হল সাম্যবাদী সমাজ পত্তনের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা।** বর্তমানে, প্রজাতান্ত্রিক চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) এই ব্যবস্থায় সমাজের শাসনব্যবস্থা **একটি মাত্র দল** বা শ্রেণী নির্ধারণ করে—সর্বহারা শ্রেণী বা প্রোলেতেরিয়েত শ্রেণী। কাজেই এই ব্যবস্থা একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা— শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সমাজের গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়।

(২) একাধিক শ্রেণী না থাকায় এই ব্যবস্থায় **শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী শোষণ থাকে না।** সমাজের সব সম্পত্তির মালিক সর্বহারা শাসিত রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায়, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটায়, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীনের মধ্যে, বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে, দীর্ঘদিনের যে বিবাদ তারও অবসান ঘটে।

(৩) সমাজের সমগ্র সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কোন দুর্ভাবনা বা অনিশ্চয়তাবোধ থাকে না।

(৪) এই ব্যবস্থার সমর্থকগণ এটাও মনে করেন যে, **মার্ক্সীয় সাম্যবাদকে** (Communism) **প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এক অপরিহার্য প্রস্তুতিপর্ব।** তাত্ত্বিকদের বিশ্বাস যে,

Scanned with CamScanner

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ ধরেই মানব সমাজে একদিন পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন আর কোন শ্রেণী (শ্রমিক অথবা মালিক শ্রেণী) থাকবে না, শোষণ থাকবে না এবং যখন আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্ররূপ শাসন-যন্ত্রেরও প্রয়োজন হবে না।

সমালোচনা (Criticism) :

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নানা দোষে দুষ্ট। অতি সম্প্রতি 1990 খ্রিস্টাব্দে এই শাসন-ব্যবস্থার জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শোচনীয় বিপর্যয়ই এই ব্যবস্থার দুর্বলতার পরিচায়ক।

প্রথমত, এই ব্যবস্থা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। এখানে একটি মাত্র দল শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে গণতন্ত্রের পরিবেশ থাকে না এবং পরিণামে **দলীয় একনায়কত্ব** অথবা স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন হওয়ায় **ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না।** এমন অবস্থায় জনগণের, সংবাদ মাধ্যমের, এমনকি আইন-আদালতেরও নিরপেক্ষভাবে সরকারের কোন জনকল্যাণবিরোধী কর্ম অথবা কর্মসূচীর সমালোচনা করার অধিকার থাকে না।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রের স্বার্থে **কর্ম করার আগ্রহ মানুষের থাকে না** এবং মানুষ তার সাধ্য অনুসারে কর্ম করা থেকে বিরত থাকে। মানুষের সম্পদের প্রতি দুর্বার আসক্তিকে কটাক্ষ করে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) যথার্থই বলেছেন, 'মানুষ তার পিতৃ-হন্তাকে কখনো ভুলতে পারলেও, যে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে তাকে ভুলতে পারে না'। সম্পত্তির মালিকানা বাজেয়াপ্ত হলে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ স্বাভাবিক নিয়মেই হ্রাস পায়।

চতুর্থত, এই ব্যবস্থায় **গুণ অপেক্ষা পরিমাণ অর্থাৎ সংখ্যার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সমাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।** মানুষের মধ্যে যে ইতরবিশেষ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক সমাজে কিছু মানুষের বুদ্ধি বেশি, কিছু মানুষের কম ; কিছু মানুষের কর্ম-কৌশল বেশি, কিছু মানুষের কম। যাদের বুদ্ধি বেশি ও দক্ষতা বেশি তাদের অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে, মস্তিষ্ক-নির্ভর কাজে নিয়োগ করতে হয় ; আর যাদের বুদ্ধি ও কর্ম-কৌশল কম তাদের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে, কায়িক পরিশ্রমের কাজে, নিয়োগ করতে হয়। এই উভয় প্রকার কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিক সমান হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে যে 'সাম্যের' কথা বলা হয়, তা কোন ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

Scanned with CamScanner